যুগান্তর

তারিখ ... 11 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ২

এইচএসসি পরীক্ষার শুভসূচনা

দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে বৃহস্পতিবারে। প্রথম দিনেই ছিল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। 'Morning shows the day' প্রবচনটি যদি নিরর্থক না হয়, তাহা হইলে পরীক্ষার অবশিষ্ট দিনগুলি সম্পর্কেও আশাবাদী হইয়া উঠিবার কারণ রহিয়াছে। প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র যেই চিত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষেই আশাব্যঞ্জক। পরীক্ষার পরিবেশ দেখিয়া শিক্ষানুরাগীরা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মন্তব্য : এই ধারা অব্যাহত থাকিলে নকলের অভিশাপ হইতে জাতি অচিরেই মুক্তি লাভ করিবে। তাহাদের এই ধারণার সহিত দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নাই। কেননা নকল প্রতিরোধে কড়াকড়ি ও ধরপাকড়সহ যেই সকল কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে, তাহাতে গণটোকাটুকি তো পরের কথা, সীমিত পর্যায়ে অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগও তেমন নাই বলিলেই চলে।

এইচএসসির সূচনা দিবসটি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক ছিল- এইরূপ বলিবার উপায় অবশ্য নাই। কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরের পরীক্ষা-পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্মরণ করা যাইতে পারে, গত বৎসর ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় সাত সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছিল। এইবার সেই সংখ্যাটি সাত ভাগের এক ভাগে নামিয়াছে, এই বাস্তবতাকে ঝাটো করিয়া দেখা চলে না। নকল কমিলে বহিষ্কৃতের সংখ্যা কমিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই বৎসর প্রথম দিনের এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে বহিষ্কৃতের সংখ্যা সহস্রাধিক। চট্টগ্রামে মাদ্রাসার ২৫ জন ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নকলসহ পাকড়াও করেন হাতেনাতে। তাহারা ক্ষমা চাহিয়াও পার পায় নাই। বরং থানায় লইয়া গেলে মুচলেকা দিয়া তাহাদের ছাড়া পাইতে হইয়াছে। নকলে সহায়তার অভিযোগে বিভিন্ন স্থানে চারজন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নকলের হার ছিল বেশি। তাহার পরও অতীতের তুলনায় এইবারের এইচএসসি পরীক্ষার সূচনালগ্নটিকে আশাপ্রদই বলিতে হইবে।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এইচএসসি পরীক্ষার নামে দেশের সর্বত্রই দেখা যাইত 'নকলের মহোৎসব'। নকলে বাধা দেওয়ায় একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী কর্তব্যরত শিক্ষক এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটগণকেও হেনস্থা করিতে ছাড়ে নাই। রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ, লোক দেখানো ১৪৪ ধারা জারি, প্রকাশ্যে গাদায় গাদায় নকল সরবরাহ ও বোমাবাজিসহ নানারূপ সন্ত্রাসী তৎপরতায় পুলিশকে গুলি পর্যন্ত চালাইতে হইত। আর বহিষ্কার? এক এক দিন বহিষ্কৃতের সংখ্যা ১০ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছিবার দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি রহিয়াছে। সেই সময় প্রায় প্রতিদিনই বহু শিক্ষককেও নকল সরবরাহের দায়ে বহিষ্কার করা হইয়াছে। পরীক্ষার নামে দেশ জুড়িয়া কায়েম হইয়াছিল এক ভয়াবহ অরাজকতা।। বস্তুত এই গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষা পরিণত হইয়াছিল স্রেফ প্রহসনে। পরিস্থিতির এতই অবনতি ঘটে যে শেষ অবধি নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। বিগত দুই বৎসর যাবৎ নকলবিরোধী প্রচারণায় যেই ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে রাখিয়াছে এক বিরাট অবদান। সাধারণ কেন্দ্রগুলি তো বটেই, যেই সকল পরীক্ষা কেন্দ্র বরাবরই ঝুঁকিপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হইত, সেই সকল স্থানেও দৃশ্যপট পাল্টাইয়া গিয়াছে বহুলাংশে। রাজধানীসহ মফস্বলের কলেজসমূহেও পরীক্ষার পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তাহা ছাড়া কার্যকর হইয়াছে আসন-বিন্যাস পদ্ধতি। স্বীকার করিতেই হইবে, এই সাফল্য সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা, শিক্ষকদের সহায়তা, সর্বোপরি নকলবিরোধী জনসচেতনতারই যোগফল।

বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে শুরু হইয়াছে এইবারের এইচএসসি পরীক্ষা। আনুষঙ্গিক অন্যান্য অসুবিধা তো আছেই। তাহার পরও পরীক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই পরীক্ষা দিতেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকিবে তাহা সৎ পরীক্ষার্থী, তাহাদের অভিভাবক তথা দেশের প্রতিটি বিবেকবান নাগরিকেরই কাম্য। আমরা পরীক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।